৮ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ২২ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

মুস্তফা ﷺ এর শাফায়াত

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... শাফায়াত কি আসলেই সত্য?
- ★... মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা
- ★... শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীসে পাক
- ★... শাফায়াতের হকদার বানানোর আমল

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়তসমূহ ৪
শাফায়াত কি আসলেই সত্য? ৫
শাফায়াত সম্পর্কিত জরুরী তথ্য ৭
শাফায়াত সম্পর্কিত কুরআনী আয়াত ৮
শাফায়াত বিশিষ্ট আয়াতে করীমা ১০
মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা ১২
তাঁর জন্যই শোভন যে, আরশে আযমে জুলুস ১৫
শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীসে পাক ১৬
উম্মতের প্রতি মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ১৭
কিয়ামতের দিন কোথায় খুঁজব? ২০
শাফায়াতের হকদার বানানোর আমল ২২
(১) ঈমান ২২
(২) শাফায়াতের উপর বিশ্বাস ২৩
(৩) মদীনায় হাজিরী ২৪
(৪) আযানের উত্তর দিন! ২৪
(৫) ৪০টি হাদীস মুখস্থ করে নিন! ২৫
দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগের পরিচিতি: এফ জি আর এফ ২৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

শাফায়াত প্রদানকারী আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عَشْرَةً مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَ عَشْرًا مِنْ آخِرِهٖ نَالَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি ১০ বার (10 Times) দিনের শুরুর অংশে এবং ১০ বার দিনের শেষাংশে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ১২৮)**

تمنّا ہے فرمایئے روزِ محشر
شَفاعت کرے حشر میں جو رضا کی

یہ تیری رہائی کی چِٹّھی ملی ہے
سوا تیرے کس کو یہ قُدرت ملی ہے

তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার
ইয়ে তেরী রেহাই কী চিঠ্ঠি মিলি হে
শাফায়াত করে হাশর মেঁ জো রযা কী
সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে
(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

বয়ান শোনার নিয়তসমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদবের সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বয়ানের বিষয় হলো মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত। আজ আমরা শাফায়াতের বয়ান শুনব ✯ কিয়ামতের দিন আমাদের আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কেমন হবে ✯ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন অনন্য পন্থায়, শানে মাহবুবী সহকারে আপন গোলামদের জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবেন ✯ এ প্রসঙ্গে কুরআনী আয়াত এবং ✯ প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর হাদীস শোনার সৌভাগ্য অর্জন করব। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন:

حرزِ جاں ذِکرِ شفاعت کیجئے!　　نار سے بچنے کی صُورت کیجئے!

হিরযে জাঁ যিকিরে শাফায়াত কিজিয়ে!
নার সে বাঁচনে কী সূরত কিজিয়ে!

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৯৪)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হে গোলামানে মুস্তফা! হে আশিকানে রাসূল! শাফায়াতের আলোচনাকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নাও! সব সময় প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের আলোচনা করতে থাকো! এর ফলে কী হবে? জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ সুগম হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাফায়াত কি আসলেই সত্য?

হযরত হারব বিন সুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার আমি ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম: হে প্রিয় ইমাম! ইরাকের মানুষ বলে কিয়ামতের দিন প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন। এই শাফায়াত কি সত্য? হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি আহলে বাইতে পাকের নয়নমণি, তিনি বললেন:আল্লাহর শপথ ! শাফায়াত সত্য। আমাকে হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদীসে পাক শুনেছেন যে, প্রিয় আক্বা মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কিয়ামতের দিন শাফায়াত করতেই থাকব, করতেই থাকব, যতক্ষণ না আমার প্রতিপালক আমাকে ইরশাদ করবেন: اَرَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ! অর্থাৎ হে প্রিয় মাহবুব! আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন? আমি আরয করব: رَبِّ! رَضِيْتُ হে আমার পাক পরওয়ারদিগার! আমি সন্তুষ্ট।

(মুসনাদে বাযযার, ২/২৩৯-২৪০, হাদীস: ৬৩৮)

হযরত হারব বিন সুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফ শোনানোর পর বললেন: হে ইরাকবাসী! তোমরা কি মনে করো যে, কুরআনে করীমে সবচেয়ে বেশি আশা জাগানো আয়াত এটি?

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ

(পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।

আমি আরয করলাম: জ্বি হ্যাঁ! আমার মতে তো এই আয়াতটিই সবচেয়ে বেশি আশা জাগানো (এতে আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহগারদের বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন)। ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কিন্তু আমরা আহলে বাইতে পাকের সবার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো যে, কুরআনে করীমে এর চেয়েও বড় আশা জাগানো আয়াত হলো এটি:

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২০৯, হাদীস: ৩৭২৫)

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

এতে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ পাক আপন মাহবুবকে এত দান করবেন যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যতক্ষণ আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে, আমি সন্তুষ্ট হব না।

(আল মুহররারুল ওয়াজিয লিইবনে আতিয়া, পারা: ৩০, সূরা: আদ দোহা, ৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৫/৪৯৪)

پیشِ حق مژدہ شَفاعت کا سُناتے جائیں گے
آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے

ہاں چلو حسرت زدو سُنتے ہیں وہ دِن آج ہے
تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے

آج عیدِ عاشقاں ہے گر خُدا چاہے کہ وہ
ابروئے پیوستہ کا عالم دِکھاتے جائیں گے

کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دِن ہے کہ وہ
نعمتِ خُلد اپنے صدقے میں لُٹاتے جائیں گے

وسعتیں دِی ہیں خُدا نے دامنِ محبوب کو
جُرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے

پেশে হক মুঝদা শাফায়াত কা সুনাতে জায়েঙ্গে,
আ'প রোতে জায়েঙ্গে, হাম কো হাসাতে জায়েঙ্গে।
হাঁ চলো হাসরাতযাদো সুনতে হে ওহ দিন আজ হে,
থী খবর জিস কী কেহ ওহ জলওয়া দিখাতে জায়েঙ্গে।
আজ ঈদে আশিক্বাঁ হে গর খোদা চাহে কেহ ওহ,
আবরুয়ে পেওয়াস্তা কা আলাম দিখাতে জায়েঙ্গে।
কুছ খবর ভী হে ফাকীরো আজ ওহ দিন হে কেহ ওহ,
নেয়ামতে খুলদ আপনে সদকে মেঁ লুটাতে জায়েঙ্গে।
উসয়াতেঁ দী হে খোদা নে দামানে মাহবুব কো,
জুরম খুলতে জায়েঙ্গে অওর ওহ ছুপাতে জায়েঙ্গে।

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৫৫-১৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাফায়াত সম্পর্কিত জরুরী তথ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। শাফায়াতের আভিধানিক অর্থ হলো: মাধ্যম (ওসিলা), আর শরীয়তের পরিভাষায় কারো জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করাকে শাফায়াত বলা হয়। **(শরহে সাভী আলা জাওহেরাতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ৪০০)** ☆ আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াত কবুল করা হবে, এই আকিদা রাখা ওয়াজিব। **(শরহে সাভী আলা জাওহেরাতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ৪০০)** ✯ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত অস্বীকার করা কুফরি। **(বাহরুর রায়েক, ১/৬১১)** কেন কুফরি? কারণ যে শাফায়াত অস্বীকার করে, সে কুরআনী আয়াতের অস্বীকারকারী; যে শাফায়াত অস্বীকার করে, সে প্রিয় নবীর প্রিয় হাদীসসমূহের অস্বীকারকারী আর যে কুরআনের আয়াতের অস্বীকার করে, সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই শাফায়াত অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

শাফায়াত সম্পর্কিত কুরআনী আয়াত

এখানে একটি তথ্যবহুল (Informational) বিষয় আরয করি; কুরআনে করীমে শাফায়াত সম্পর্কিত ২ ধরণের (Two types) আয়াত রয়েছে;

(১) এক ধরণের আয়াত সেগুলো, যাতে শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফায়াত হবে না। উদাহরণস্বরূপ (For Example) পারা: ৩, সূরা: বাকারা, ২৫৪নং আয়াতে রয়েছে:

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফিরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফা'আত।

এখন দেখুন! এই আয়াতে করীমায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফায়াত নেই।

(২) দ্বিতীয় ধরণের আয়াত সেগুলো, যাতে শাফায়াতের প্রমাণ রয়েছে। যেমন; পারা: ৩, সূরা: বাকারা, ২৫৫নং আয়াতে রয়েছে:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে?

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ঐ লোকেরাই শাফায়াত করবে, যাঁদের আল্লাহ পাক অনুমতি (Permission) দান করবেন।

এখন এই উভয় ধরণের আয়াতের ব্যাখ্যা কী? এর মধ্যে পার্থক্য (Difference) কী? মনোযোগ দিয়ে শুনুন! শাফায়াত ২ ধরণের হয়ে থাকে: (১) একটি হলো জবরদস্তিমূলক শাফায়াত; অর্থাৎ জোরপূর্বক সুপারিশ। যেমন এই দুনিয়ায় মানুষ অনেক সময় ✯ নিজের পদের ভিত্তিতে ✯ নিজের নাম ও মর্যাদার ভিত্তিতে ✯ নিজের টাকার জোরে সুপারিশ করে থাকে এবং সামনের জন না চাইলেও তার সুপারিশ মানতে বাধ্য হয়। এটি হলো জবরদস্তিমূলক শাফায়াত। এমন শাফায়াত কিয়ামতের দিন কেউ করতে পারবে না, কারণ আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর উপর কেউ নিজের হুকুম চালাতে পারে না; সেই পবিত্র রব কারো নিকট বাধ্য নন। সুতরাং যে আয়াতগুলোতে শাফায়াতকে নাকচ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন কোনো শাফায়াত নেই, তার উদ্দেশ্য হলো: জবরদস্তিমূলক শাফায়াত কেউ করতে পারবে না। (২) দ্বিতীয়টি হলো: শাফায়াত বিল ইযন অর্থাৎ অনুমতিসাপেক্ষ শাফায়াত। এর অর্থ হলো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা ✯ তাঁর মাহবুবিয়্যতের কারণে ✯ আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর স্থান ও

মর্যাদার কারণে ✯ আল্লাহ পাকের প্রিয় হওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহর অনুমতিতে গুনাহগার মুসলমানদের ক্ষমা করিয়ে নিবেন। সুতরাং যে আয়াতগুলোতে শাফায়াতের প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোতে এই অনুমতিসাপেক্ষ শাফায়াতই উদ্দেশ্য।

نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامۂ اعمال میں | کیجئے عطّار کی آکر شفاعت یارسول

নেকিয়া বিলকুল নেহীঁ হে নামায়ে আমাল মেঁ
কিজিয়ে আত্তার কী আ'কর শাফায়াত ইয়া রাসূল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৪২)

শাফায়াত বিশিষ্ট আয়াতে করীমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী- মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন, এ কথা কুরআনে করীমের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। শুনুন!

❖ পারা: ৩০, সূরা: আদ দ্বোহা, আয়াত নং ৫-এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَ لَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

(পারা ৩০, সূরা আদ দোহা, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

রেওয়ায়তে রয়েছে: যখন এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো তখন প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِذًا لَا اَرْضٰى وَاَحَدٌ مِنْ اُمَّتِیْ فِی النَّارِ অর্থাৎ (যখন এই ওয়াদা যে, আল্লাহ পাক আমাকে সন্তুষ্ট করবেন) তবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে, আমি সন্তুষ্ট হবই না।

(আল মুহাররারুল ওয়াজিয লি ইবনে আতিয়া, পারা ৩০, সূরা আদ দ্বোহা, ৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৫/৪৯৪)

❖ পারা: ২৬, সূরা: মুহাম্মদ, আয়াত নং ১৯-এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে মাহবুব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা- প্রার্থনা করুন।

اَللّٰہ! اَللّٰہ! এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ পাক আপন মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের গুনাহ আমার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নিন!

এখন একটু বলুন! গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়াকেই তো শাফায়াত বলে। আর শাফায়াত কিসের নাম? মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে কি এই ধারণা হতে পারে যে, আপন প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবেন না? কখনোই হতে পারে না। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: হে মাহবুব! আপন গোলামদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিন! اِنْ شَآءَ اللّٰہ আমাদের আক্বা আমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিবেন।

یا رسولَ اللہ! مجرم حاضرِ دربار ہے
تم شہِ ابرار، یہ سب سے بڑا عِصیاں شِعار

نیکیاں پلے نہیں سر پر گُنہ کا بار ہے
یوں شَفاعت کا تِری سب سے بڑا حقدار ہے

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজরিম হাযিরে দরবার হে
নেকিয়াঁ পাল্লে নেহীঁ সর পর গুনাহ কা বার হে
তুম শাহে আবরার, ইয়ে সব সে বড়া ইসইয়াঁ শেআর
ইউঁ শাফায়াত কা ইয়েহী সব সে বড়া হকদার হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪৭১)

❖ পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৭৯-এ ইরশাদ হচ্ছে:

عَسٰۤى اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: একথা সন্নিকটে যে, আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন স্থানে দন্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে।

হাদীসে পাকে রয়েছে: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মকামে মাহমুদ কী? ইরশাদ করলেন: هُوَ الشَّفَاعَةُ অর্থাৎ তা হলো শাফায়াত। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৭২৪, হাদীস: ৩১৩৭)**

মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মকামে মাহমুদ কী? কিয়ামতের দিন যখন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মকামে মাহমুদে আসীন করা হবে, তাও কেমন সুন্দর ও অনন্য দৃশ্য হবে। মাওলানা হাসান রযা খাঁন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন না:

فقط اتنا سبب ہے، انعقادِ بزمِ محشر کا | کہ اُن کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

ফাকাত ইতনা সবব হে, ইনিক্বাদে বজমে মাহশর কা
কেহ উন কী শানে মেহবুবী দিখায়ী জানে ওয়ালী হে

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ২৩২)

اَللّٰه! اَللّٰه! কিয়ামতের দিন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী কী শান দেখানো হবে, কয়েকটি হাদীসের সারসংক্ষেপ শুনুন! ❖ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য হলো কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম

তিনিই রওযা মুবারক থেকে বাইরে তাশরীফ আনবেন ✯ سُبْحٰنَ اللّٰه! তিনি যখনই কবরে আনোয়ার থেকে বের হবেন, সাথেসাথেই ৭০ হাজার ফেরেশতা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে হাজির হয়ে যাবেন। **(সুনানে দারেমী, পৃষ্ঠা: ৫৯, হাদীস: ৯৫)** ✯ অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে বোরাক উপস্থাপন করা হবে, তিনি তাতে আরোহন করে হাশরের ময়দানে তাশরীফ আনবেন। **(মুস্তাদরাক, ৪/১৩৬, হাদীস: ৪৭৮০)** ✯ اَللّٰه! اَللّٰه! শান কেমন হবে? ইরশাদ করলেন: اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের সরদার আমি হব। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৮৯৭, হাদীস: ২২৭৮)** ✯ এক রেওয়ায়তে ইরশাদ করেছেন: ✯ اَنَا اَوَّلُهُمْ خُرُوجًا কিয়ামতের দিন সবার আগে আমিই কবরে আনোয়ার থেকে বাইরে আসব ✯ وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا যখন সবাই আল্লাহর দরবারে একত্রিত হবে আমি সবার নেতা হব ✯ وَاَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا যখন সবাই চুপ থাকবে আমি তাদের খতীব হব ✯ وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا যখন তাদের আটকে দেওয়া হবে (হিসাব শুরু হবে না), আমিই তাদের শাফায়াত করব ✯ وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا যখন সবাই নিরাশ হবে আমিই তাদের সুসংবাদ (Good News) শোনাব ✯ اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي সেই দিন শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান আমার হবে, জান্নাতের চাবিও (keys) আমার হাতে থাকবে ✯ وَ اَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّي এবং আমার দয়ালু প্রতিপালকের দরবারে সকল আদম সন্তানের চেয়ে বেশি সম্মান আমারই হবে ✯ এবং ইরশাদ করেন: সেই দিন হাজারো খাদেম (Servant) আমার চারপাশে থাকবে, মনে হবে যেন ছড়িয়ে থাকা সাদা উজ্জ্বল মুক্তা। **(সুনানে দারেমী, পৃষ্ঠা: ৪৩, হাদীস: ৪৯)** ✯ হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন:

بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ কিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে تَحْتِي اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهٗ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর সকল সন্তান (তিনি নবী হোন, রাসূল হোন, ওলী হোন বা সাধারণ মুসলমান; পুরো সৃষ্টিকুল) আমার পতাকার (flag) নিচে থাকবে। **(ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা: ১৭১৯, হাদীস: ৬৪৭৮)**

اَللّٰه! اَللّٰه! তা হবে কিয়ামতের ভয়াবহ দিন...!! যখন এই জমিন তামার জমিনে বদলে দেওয়া হবে ✯ জাহান্নাম নিকটবর্তী করে দেয়া হবে ✯ সূর্য ১০ বছরে যতটুকু তাপ দেয় তা একদিনে জমা করে দেয়া হবে ✯ এবং মাথার একদম নিকটে করে দেয়া হবে। **(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ১০/৩৩৮, হাদীস: ২১০১৪)** ✯ রাব্বে কাহহার ক্রোধও প্রকাশ করবেন ✯ اَللّٰه! اَللّٰه! তৃষ্ণার সেই তীব্রতা হবে যে, খোদা যেন না দেখান ✯ গরম এমন হবে যে, খোদা যেন বাঁচান ✯ মানুষ ঘামে ভিজতে থাকবে ✯ ঘাম প্রবাহিত হয়ে হয়ে কয়েক গজ জমিনে শুষে নেবে। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৬০৩, হাদীস: ৬৫৩২)** ✯ অতঃপর যখন জমিনের ঘাম শুষে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, ঘাম উপরের দিকে উঠতে থাকবে, কারো গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কেউ কেউ আপন ঘামেই হাবুডুবু খাবে। **(মুসনাদে আহমদ, ৭/২১৬, হাদীস: ১৭৯০২)** ✯ আতঙ্কে কলিজা কণ্ঠনালীতে চলে আসবে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/৪০৯, নাম্বার: ৭৫৪৬)** ✯ দীর্ঘ সময় এই অবস্থায় কেটে যাবে ✯ অবশেষে মানুষ এই আপদ ও মুসিবতে অতিষ্ট হয়ে কোনো শাফায়াতকারীর সন্ধানে বের হবে ✯ খুঁজতে খুঁজতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে হাজির হবে, শাফায়াতের আবেদন করবে, উত্তর আসবে: نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ আজ আমি নিজের চিন্তায় আছি, অন্য কারো নিকট যাও! ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট হাজির হবে, সেখানেও উত্তর আসবে: نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ আজ আমি

নিজের চিন্তায় আছি, অন্য কারো নিকট যাও! ✯ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট হাজির হবে, একই উত্তর আসবে। ✯ মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে পৌঁছাবে, ইরশাদ হবে: نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ ✯ অবশেষে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে হাজির হবে, সেখান থেকেও একই উত্তর পাবে। **(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৭/৪১৫, হাদীস: ৩৬)** ✯ সবার শেষে মাহবুবে খোদা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হাজির হবে, তিনি ইরশাদ করবেন: اَنَا لَهَا হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমিই আছি শাফায়াতের জন্য। এখন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাথা মুবারক সিজদায় রাখবেন, আল্লাহর নির্দেশ হবে: হে মুহাম্মদ! اِرْفَعْ رَاْسَكَ হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপন মাথা মুবারক তুলুন! وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ বলুন! আপনার কথা শোনা হবে। سَلْ تُعْطَهْ চান! আপনাকে দেওয়া হবে। اِشْفَعْ تُشَفَّعْ শাফায়াত করুন! আপনার শাফায়াত কবুল (Accept) করা হবে। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৮০৯, হাদীস: ৭৫১০)**

এখন সারা মাখলুকের নিকট তাঁর সম্মান, তাঁর মহত্ব, তাঁর মর্যাদা, তাঁর স্তর, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মাহবুবিয়্যতের শান স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব সকল সৃষ্টি, আপন-পর সবাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসায় মশগুল হয়ে যাবে। এটিই হলো: মকামে মাহমুদ।

তাঁর জন্যই শোভন যে, আরশে আযমে জুলুস

রেওয়ায়তে রয়েছে: (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরশে আযমে বসাবেন। **(আস সুন্নাহ লি আবী বকর আল খেলাল, ১/২১৯, নাম্বার: ২৫২)** তখন সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ তাঁর ফযীলত জেনে

যাবে। **(আল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তফা, পৃষ্ঠা: ৩৩২)** প্রত্যেক জিহ্বা তাঁর প্রশংসায় মগ্ন হয়ে যাবে। **(মু'জামু আওসাত, ৬/২৬৫, হাদীস: ৮৭২৫)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিই হলো শাফায়াতে কুবরা, যার দরজা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুলবেন। অতঃপর তাঁর সদকায় সকল নবী, ওলী, গাউস, কুতুব, আবদাল, এমনকি ওলামায়ে কিরাম, হাফেয সাহেবগণ, হাজী প্রমুখ সবাই শাফায়াত করবেন।

শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীসে পাক

سُبْحٰنَ الله! আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন শাফায়াত করবেন, اِنْ شَآءَ الله করবেনই। আসুন! কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা শুনি: ❖ প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ২টি বিষয় রয়েছে: (১) একটি হলো যে, আপনার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাত দান করা হবে (২) দ্বিতীয়টি হলো; শাফায়াতের অনুমতি (Permission) দান করা হবে; দু'টির একটি পছন্দ করে নিন। হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَ اَكْفٰى আমি শাফায়াতকে পছন্দ করেছি, কেননা এতে সুযোগ বেশি। **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৬৯৯, হাদীস: ৪৩১১)** (অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে আমি অর্ধেক নয় বরং পুরো উম্মতকেই ক্ষমা করিয়ে নেব) ❖ প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَفَاعَتِيْ لِلْهَالِكِيْنَ مِنْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ আমার শাফায়াত আমার উম্মতের ঐ লোকদের জন্য যাদের গুনাহ ধ্বংস করে দিয়েছে। **(মু'জামুল কাবীর, ১০/১০৫, হাদীস: ১৯৩১৫)** ❖ এক রেওয়ায়তে ইরশাদ করেন: شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ আমার শাফায়াত

আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য। **(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ৭৪৬, হাদীস: ৪৭৩৯)** ❖ আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কত জন মানুষের শাফায়াত করবেন? ইরশাদ করেন: اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَشْفَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدَدَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ অর্থাৎ জমিনে যত গাছ ও পাথর রয়েছে আমি কিয়ামতের দিন এসবের সমান সংখ্যক মানুষের শাফায়াত করবো। **(মুসনাদে আহমদ, ৯/৭, হাদীস: ২৩৫৮৯)**

উম্মতের প্রতি মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনিই ✯ যাঁকে আরশে আযমে বসানো হবে ✯ তিনিই সেই সুউচ্চ শানওয়ালা, যাঁকে জান্নাতের চাবি দেওয়া হবে ✯ তিনি জান্নাতের মালিক ✯ তিনি নেয়ামত বণ্টনকারী ✯ তিনিই আল্লাহর মাহবুব। তবে কুরবান হয়ে যাই! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মতো গুনাহগারদের কত ভালবাসেন...!! হাদীসে পাকে রয়েছে: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর জন্য সোনার মিম্বর রাখা হবে, সব নবী নিজ নিজ মিম্বরে সমাসীন হবেন কিন্তু আমার মিম্বর খালি থাকবে, আমি তাতে বসব না। আমার ভয় হবে, আমাকে জান্নাতে না পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর আমার উম্মত একা রয়ে যায়। আমি আরয করব: يَارَبِّ! اُمَّتِيْ، اُمَّتِيْ! হে দয়ালু আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত। ইরশাদ হবে: হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ইচ্ছা কী? আমি আরয করব: দয়ালু মালিক! তাদের হিসাব দ্রুত সম্পন্ন করে দাও। অতঃপর আমি শাফায়াত করতেই থাকব, করতেই থাকব, এমনকি যারা জাহান্নামে পৌঁছে গেছে তাদেরও মুক্তির বার্তা অর্জিত হয়ে যাবে, আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব, এমনকি জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতা হযরত মালিক (عَلَيْهِ السَّلَام)

আরয করবে: হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে আল্লাহর ক্রোধের চিহ্নও অবশিষ্ট রাখলেন না। **(মু'জামু আওসাত, ২/১৭৮, হাদীস: ২৯৩৭)** (অর্থাৎ সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়েছেন)।

تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا	ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا
گناہگار پہ جب لُطف آپ کا ہوگا	کیا بغیر کیا، بے کیا، کیا، ہوگا
دِکھائی جائے گی محشر میں شانِ محبوبی	کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا
خُدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی	خدائے پاک خوشی اُن کی چاہتا ہوگا

তুমহারা নাম মুসিবত মেঁ জব লিয়া হোগা
হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গেয়া হোগা
গুনাহগার পে জব লুতফ আপ কা হোগা
কিয়া বেগাইর কিয়া, বে কিয়া, কিয়া, হোগা
দিখায়ি জায়ে গি মাহশর মেঁ শানে মাহবুবী
কেহ আপ হি কী খুশী আপ কা কাহা হোগা
খোদায়ে পাক কী চাহেঙ্গে আগলে পিছলে খুশী
খোদায়ে পাক খুশী উন কী চাহতা হোগা

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৫১)

কিয়ামতের দিন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গুনাহগার উম্মতের প্রতি কেমন অনুগ্রহ করবেন, উম্মতের প্রতি কেমন অনন্য ভালবাসার প্রকাশ হবে...!! তিনি জান্নাতের মালিক, চাইলে সবার আগে জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে যেতে পারেন বরং জান্নাতের দরজা তিনিই খুলবেন; কিন্তু কুরবান হয়ে যাই এমন মহান ভালবাসার প্রতি...!! আমাদের গুনাহগারদের প্রতি এমন মেহেরবানীর প্রতি কুরবান হয়ে যাই! তাঁর কেমন অনন্য ধরণ হবে...? মাওলানা হাসান রযা খাঁন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے
کوئی اسیرِ غم اُن کو پُکارتا ہوگا

کوئی کہے گا دُہائی ہے یارسولَ اللہ!
تو کوئی تھام کے دامن مچَل گیا ہوگا

پکڑ کے ہاتھ کوئی حالِ دِل سُنائے گا
تو رَو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا

کوئی قریبِ ترازو، کوئی لبِ کوثَر
کوئی صِراط پر اُن کو پُکارتا ہوگا

یہ بے قرار کرے گی صَدا غریبوں کی
مقدس آنکھوں سے تار اَشک کا بندھا ہوگا

ہزار جان فدا نَرْم نَرْم پاؤں سے
پکار سُن کے اَسیروں کی دوڑتا ہوگا

عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے
خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا

কিসি কে পাওঁ কী বেড়ি ইয়ে কাটতে হোঙ্গে
কোয়ি আসীরে গম উন কো পুকারতা হোগা
কোয়ি কাহে গা দোহাই হে ইয়া রাসূলাল্লাহ!
তো কোয়ি থাম কে দামান মাচাল গেয়া হোগা
পাকড় কে হাত কোয়ি হালে দিল সুনায়ে গা
তো রো কে কদমোঁ সে কোয়ি লিপট গেয়া হোগা
কোয়ি করীবে তারাযু, কোয়ি লবে কাউসার
কোয়ি সিরাত পর উন কো পুকারতা হোগা
ইয়ে বেক্বরার করে গি সাদা গরিবেঁ কী
মুকাদ্দাস আঁখোঁ সে তার আশক কা বান্ধা হোগা
হাযার জান ফিদা নরম নরম পাওঁ সে
পুকার সুন কে আসীরোঁ কী দৌড়তা হোগা
আযীয বাচ্চা কো মাঁ জিস তারাহ তালাশ করে
খোদা গাওয়া এহী হাল আপ কা হোগা

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৫১-৫৩)

এটি দুনিয়াবী বিচারে একটি বোঝানোর উদাহরণ (Example); যদি কোনো মায়ের সন্তান হারিয়ে যায় তবে তার অবস্থা কেমন হয়, কোন আবেগ, কোন ভালবাসা এবং কোন ব্যাকুলতা নিয়ে সে আপন সন্তানকে খোঁজে, আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন এইভাবেই আপন গোলামদের খুঁজবেন।

কিয়ামতের দিন কোথায় খুঁজব?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একবার আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন আমারও শাফায়াত করবেন। ইরশাদ করলেন: اَنَا فَاعِلٌ হ্যাঁ! করব। আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ✯ তবে কিয়ামতের দিন আপনাকে কোথায় খুঁজব? ইরশাদ করলেন: পুলসিরাতের কাছে এসো। ✯ আরয করলাম: সেখানে না পেলে তবে কোথায় খুঁজব? ইরশাদ করলেন: তবে মিযানের কাছে এসো। ✯ আরয করলাম: সেখানেও না পেলে তবে? ইরশাদ করলেন: তবে হাউযে কাউসারে এসো।

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৫৭৮, হাদীস: ২৪৩৩)

যেন ইরশাদ করছেন: হে আনাস! মানুষের আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই ৩টি জায়গাতেই হবে। আমি পুলসিরাতের নিকট رَبِّ سَلِّم বলতে থাকবো, আমার উম্মতের জন্য নিরাপদে পার হওয়ার দোয়া করব।

رضا پُل سے اب وجد کرتے گزریے | کہ ہے رَبِّ سَلِّم صدائے مُحَمَّد

রযা পুল সে আব ওয়াজদ করতে গুযরিয়ে
কেহ হে রব্বি সাল্লিম সাদায়ে মুহাম্মদ

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৬৬)

অতঃপর মিযানে মানুষের আমার প্রয়োজন হবে ✯ আমল ওজন করা হবে ✯ কারো গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে ✯ কারো একটি নেকী কম হবে ✯ কারো হাজারো নেকী কম হবে ✯ কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহগার হবে ✯ এমন মুহূর্তে আমি আমার গোলামদের নেকীর পাল্লা ভারী করিয়ে দেব।

جن کو اپنا نہیں غم ہمارے لیے
ابھی میزان پر تھے ابھی پُل پہ ہیں

دوڑے جھپٹے وہ پاؤں اُٹھا کر چلے
پل میں گرتے بچائے بچا کر چلے

জিন কো আপনা নেহীঁ গম হামারে লিয়ে
দৌড়ে ঝাপটে ওহ পাওঁ উঠা কর চলে
আভী মিযান পর থে আভী পুল পে হে
পল মে গিরতে বাচায়ে বাঁচা কর চলে

(সামানে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

তৃতীয় স্থান হাউযে কাউসার; কিয়ামতের দিন আমার গোলামরা তৃষ্ণার তীব্রতায় কাতর হবে, আমি তাদের হাউযে কাউসারের পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করব।

اِدھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے اُدھر پیاسوں کو جام دیں گے
صِراط و میزان و حوضِ کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا

ইধার ওয়হ গিরতোঁ কো থাম লেঙ্গে উধার পিয়াসো কো জাম দেঙ্গে
সিরাত ও মিযান ও হাউযে কাউসার এহীঁ ওহ আলী মাকাম হোগা

(বিয়াযে পাক, পৃষ্ঠা: ১৬)

আল্লাহ পাক আমাদের মতো গুনাহগারদের প্রতি দয়া করুন! আহ! আমাদের মতো দূর্ভাগাদেরও যেন কিয়ামতের দিন শাফায়াতের ভিক্ষা নসীব হয়ে যায়। আসুন! মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করি:

اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ! اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ!

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা গরিবরা আপনার নিকট শাফায়াতের প্রার্থী।

মহান আশিকে রাসূল মাওলানা জামী رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ লিখেন:

چُوں بَازُوئے شَفَاعَتْ رَا کُشَائِیْ بَرْ گُنَہگَاراں
مَکُنْ مَحْرُوْمِ جَامِی رَا دَراں آں یَارَسُوْلَ اللّٰہ

চু বাযুয়ে শাফায়াত রা কুশায়ি বার গুনাহগারাঁ
মাকুন মাহরুম জামী রা দারাঁ আঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন যখন আপনি গুনাহগারদের জন্য শাফায়াতের বাহু প্রসারিত করবেন তখন আপনার আশিক আব্দুর রহমান জামীকে সেই সময় বঞ্চিত করবেন না।

শাফায়াতের হকদার বানানোর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সেই আমলগুলো গ্রহণ করা উচিত, যা শাফায়াতের হকদার বানায় এবং সেই কাজগুলো থেকে বাঁচা উচিত, যা শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।

(১) ঈমান

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতের সৌভাগ্য কে লাভ করবে? قَالَ:لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِہٖ অর্থাৎ

ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অন্তরের একনিষ্ঠতা সহকারে কলেমা তৈয়্যেবা পড়েছে, সে শাফায়াতের হকদার। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা: ১০০, হাদীস: ৯৯)**

تُو نے اِسلام دیا تُو نے جماعت میں لیا | تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیّہ تیرا

তু নে ইসলাম দিয়া তু নে জামাআত মে লিয়া
তু করীম আব কোয়ি ফিরতা হে আতিয়া তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮)

ব্যাখ্যা: হে আমাদের আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিই ইসলাম দিলেন, আপনিই আপনার দলে নিলেন; আপনি দয়ালু, তবে কি দানবীরের দান ফেরত নেওয়া হয়? (না, এমন হয় না; দয়ালু কিছু দান করলে তা ফেরত নেন না, সুতরাং اِنْ شَآءَ الله আমার ঈমান সালামত থাকবে)।

(২) শাফায়াতের উপর বিশ্বাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন মুস্তফার শাফায়াত পাওয়ার জন্য আজ এই দুনিয়াবী জীবনে শাফায়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকাও জরুরী। হাদীসে পাকে রয়েছে: শাফায়াতকারী আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত করা সত্য; فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا সুতরাং যে ব্যক্তি এর উপর ঈমান আনবে না সে এর হকদার হবে না।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৩০১, হাদীস: ৪৮৯৬)

آج لے اُن کی پناہ، آج مدد مانگ اُن سے | پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

আজ লে উন কী পানাহ, আজ মদদ মাঙ্গ উন সে
ফির না মানেঙ্গে কিয়ামত মেঁ আগর মান গেয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫৬)

(৩) মদীনায় হাজিরী

হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ যে আমার কবরের যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।

(দারে কুতনী, ১/২১৭, হাদীস: ২৬৬৯)

یا مصطفٰے عطا ہو اب اِذن حاضِری کا
اِک بار تو دِکھا دو رَمضان میں مدینہ

کر لوں نظارہ آکر میں آپ کی گلی کا
بیشک بنالو آقا مہمان دو گھڑی کا

ইয়া মুস্তফা আতা হো আব ইযন হাযিরী কা
কর লুঁ নাযারা আ'কর মে আপ কী গলি কা
এক বার তো দিখা দো রমযান মে মদীনা
বে'শক বানা লো আক্বা মেহমান দো ঘড়ি কা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৭৭)

(৪) আযানের উত্তর দিন!

প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোয়া পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ،

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنِ الَّذِي وَعَدْتَهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! এই পূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের মালিক; তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কে ওসিলা ও ফযিলত এবং অত্যন্ত সুমহান মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।

তবে তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে গেল।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, পৃষ্ঠা: ২১৭, হাদীস: ৬১৪)

(৫) ৪০টি হাদীস মুখস্থ করে নিন!

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয় সম্পর্কিত ৪০টি হাদীস মুখস্থ করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করব এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিব।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, ১/৬৮, হাদীস: ২৫৮)

سُبْحٰنَ الله! শাফায়াতের হকদার হওয়ার জন্য এটিও কত চমৎকার একটি উপায়। হাদীস মুখস্থ করুন! আফসোসের বিষয় হলো যে, আমাদের এখানে এখন হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ খুবই কমে গেছে। আগেকার মুসলমানরা শত শত কিলোমিটার পায়ে হেঁটে একটি হাদীস শিখতে যেতেন। এখন তো হাদীস মুখস্থ করা বা পড়া খুব বেশি কঠিন নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা ৪০টি হাদীসের সংকলন সম্বলিত বেশ কিছু কিতাব প্রকাশ করেছে। যেমন: ✯ مُنْتَخَب اَحَادِيث ✯ فِيضَانِ چَهَل حديث ✯ اَرْبَعِيْنِ عَطَّار ✯ اَلْاَرْبَعِينُ النَّوَوِيَّه ✯ اَرْبَعِيْنِ حَنَفِيَّه। এই কিতাবগুলো মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট (www.dawateislami.net) থেকে ডাউনলোড করুন। اِنْ شَآءَ الله ৪০টি হাদীস মুখস্থ করার ফযিলত লাভে সাহায্য হবে।

দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগের পরিচিতি:

এফ জি আর এফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামী আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে বড় পরিসরে দ্বীন ইসলামের খেদমত করা হচ্ছে।

দ্বীনি কাজের পাশাপাশি প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের কল্যাণ কামনায় কাজও করা হচ্ছে, যার জন্য ফয়যান গ্লোবাল রিলিফ ফাউন্ডেশন (FGRF) নামে একটি বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। যা ✯ মুসলমানের কল্যাণকামনা ✯ এতিমদের লালন-পালন ✯ আকস্মিক বিপদে মুসলমানদের সাহায্য ✯ বৃক্ষরোপণ ✯ রক্তদান ✯ ঘরবাড়ি নির্মাণ ✯ খাবার বন্টন ✯ এবং চিকিৎসা সেবা ✯ এছাড়াও বিভিন্ন স্তরে নিজের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

এই বিভাগের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় ✯ ৮৭ হাজার ৪৫২ ব্যাগ রক্ত দান ✯ বিভিন্ন আকস্মিক বিপদে আক্রান্ত ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০৬ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা ✯ হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৭ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা ✯ এবং প্রায় ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৭৩৩টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

আপনারাও এই নেক কাজগুলোতে দাওয়াতে ইসলামীর সহযোগী হোন। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد